SSC-2026

প্যারালাল TEXT

বাংলা ১ম পত্র

সার্বিক ব্যবস্থাপনায়
উদ্ভাস একাডেমিক টিম

অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতায়
মাহমুদুল হাসান সোহাগ
মুহাম্মদ আবুল হাসান লিটন

কৃতজ্ঞতা
উদ্ভাস-উন্মেষ-উত্তরণ
শিক্ষা পরিবারের সকল সদস্য

প্রকাশনায়
উদ্ভাস একাডেমিক এন্ড এডমিশন কেয়ার

প্রকাশকাল
সর্বশেষ সংস্করণ: জানুয়ারি, ২০২৫

Fixed Price ৩৭০/- (তিনশত সত্তর টাকা মাত্র)

কপিরাইট © উদ্ভাস

সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত। এই বইয়ের কোনো অংশই প্রতিষ্ঠানের লিখিত অনুমতি ব্যতীত ফটোকপি, রেকর্ডিং, বৈদ্যুতিক বা যান্ত্রিক পদ্ধতিসহ কোনো উপায়ে পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি, বিতরণ বা প্রেরণ করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

উৎসর্গ

বৈষম্যের বিষাক্ত ছায়া সমাজের প্রতিটি স্তরে আঘাত হানে, বর্ণিল স্বপ্নগুলোকে চুরমার করে দিয়ে তৈরি করে অসমতার দেয়াল। এ অন্ধকারের বিরুদ্ধে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়েছিল এদেশের সাহসী শিক্ষার্থীরা, যারা নিজের জীবন বাজি রেখে ন্যায়ের পক্ষে লড়াই করেছে। যাদের চেতনা ছিল অবিচল, যাদের উৎসর্গ ছিল নিঃস্বার্থ। বৈষম্যের বিরুদ্ধে এই সংগ্রামে তারা যে আলোর মশাল প্রজ্বলিত করেছে, সেই আলো প্রজন্ম থেকে প্রজন্মকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে বহুদূর।

যারা নিজের জীবন উৎসর্গ করে আমাদের মুক্তির পথ সুগম করেছে, সেই সকল বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শহিদদের তরে...

সূচিপত্র

দশম শ্রেণি (শর্ট সিলেবাস)

ক্র.নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
	গদ্য	
০১	প্রত্যুপকার	০২
০২	সুভা	১২
০৩	বই পড়া	২৩
০৪	আম-আঁটির ভেঁপু	৩৮
০৫	মানুষ মুহম্মদ (স.)	৫৩
০৬	নিমগাছ	৬৮
০৭	শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব	৭৯
০৮	প্রবাস বন্ধু	৯২
০৯	একুশের গল্প	১০৫
	পদ্য	
১০	কপোতাক্ষ নদ	১১৬
১১	জীবন বিনিময়	১২৭
১২	উমর ফারুক	১৩৬
১৩	সেইদিন এই মাঠ	১৫০
১৪	বৃষ্টি	১৬১
১৫	আমি কোনো আগন্তুক নই	১৬৮
১৬	তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা	১৭৮
১৭	বোশেখ	১৯১
	সহপাঠ	
১৮	**উপন্যাস: ১৯৭১**	১৯৮

Gmail

পারস্পরিক সহযোগিতা-ই পারে পৃথিবীকে আরও সুন্দর করতে...

সুপ্রিয় শিক্ষার্থী,

আশা করি, 'SSC Parallel Text' তোমাদের কাছে অনেক বেশি উপকারী হিসেবে বিবেচিত হবে ইনশাআল্লাহ্। বইটি সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত রাখতে আমরা চেষ্টার কোনো ত্রুটি করিনি। তবুও কারো দৃষ্টিতে কোনো ভুল ধরা পড়লে নিম্নে উল্লিখিত ই-মেইল এ অবহিত করলে কৃতজ্ঞ থাকবো এবং আমরা তা পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করে নেব ইনশাআল্লাহ্।

Email : solutionb.udvash@gmail.com

Email-এ নিম্নলিখিত বিষয়গুলো উল্লেখ করতে হবে:

(i) 'SSC Parallel Text' এর বিষয়ের নাম, (ii) পৃষ্ঠা নম্বর (iii) প্রশ্ন নম্বর (iv) ভুলটা কী (v) কী হওয়া উচিত বলে তোমার মনে হয়।

উদাহরণ: 'SSC Parallel Text' বাংলা ১ম পত্র, পৃষ্ঠা-০৯, প্রশ্ন-০৩, দেওয়া আছে, 'স্বর্ণমুদ্রা' কিন্তু হবে 'আটা'।

ভুল ছাড়াও মান উন্নয়নে যেকোনো পরামর্শ আন্তরিকভাবে গ্রহণ করা হবে। পরিশেষে মহান আল্লাহ্‌র নিকট তোমাদের সাফল্য কামনা করছি।

শুভ কামনায়

উদ্ভাস একাডেমিক টিম

পদ্য

জীবন বিনিময়
গোলাম মোস্তফা

কবি-পরিচিতি

গোলাম মোস্তফা		
জন্ম	গোলাম মোস্তফা যশোর জেলার শৈলকুপা থানার মনোহরপুর গ্রামে ১৮৯৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন।	
শিক্ষাজীবন	তিনি ১৯১৮ সালে কলকাতার রিপন কলেজ থেকে বিএ পাশ করেন।	
কর্মজীবন	কর্মজীবনে তিনি বিভিন্ন সরকারি বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।	
রচনার বৈশিষ্ট্য	কাব্য, উপন্যাস, জীবনী, অনুবাদ সহ ইত্যাদি সাহিত্যের প্রায় সকল শাখায় তাঁর স্বচ্ছন্দ পদচারণা ছিল। কাব্যচর্চার ক্ষেত্রে ইসলামি ঐতিহ্য থেকে তিনি প্রেরণা লাভ করেছিলেন। তাঁর কবিতার ভাষা সাবলীল ও ছন্দ গতিশীল	
উল্লেখযোগ্য রচনাবলি	কাব্য: রক্তরাগ, খোশরোজ, বুলবুলিস্তান, কাব্যকাহিনী, সাহারা, হাস্নাহেনা, বনি আদম। উপন্যাস: ভাঙ্গাবুক, রূপের নেশা, এক মন এক প্রাণ। জীবনী: বিশ্বনবী, মরুদুলাল। অনুবাদ: কালামে ইকবাল, আল কুরআন, শিকওয়া ও জওয়াবে শিকওয়া।	
মৃত্যু	তিনি ১৯৬৪ সালে ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।	

পাঠ-পরিচিতি

উৎস	'জীবন বিনিময়' কবিতাটি গোলাম মোস্তফা রচিত 'বুলবুলিস্তান' কাব্য থেকে সংকলিত হয়েছে।
মূলকথা	কবিতাটিতে পিতৃস্নেহের একটি মহৎ দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত হয়েছে। পিতার স্নেহ-বাৎসল্যের কাছে মৃত্যুর পরাজয় এই কবিতার প্রতিপাদ্য বিষয়। অর্থাৎ সন্তানের প্রতি পিতার অপরিসীম ভালোবাসা ও অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে কবিতাটিতে।
সার-সংক্ষেপ	মোগল সম্রাট বাবরের পুত্র হুমায়ুন কঠিন রোগে আক্রান্ত। বিজ্ঞ চিকিৎসকেরা অনেক চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে জীবনের আশা ছেড়ে দিয়েছেন। এক দরবেশ এসে জানালেন যে সম্রাট যদি তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ ধন দান করেন তবেই তাঁর পুত্র জীবন লাভ করতে পারেন। সম্রাট বাবর উপলব্ধি করলেন নিজের প্রাণের চেয়ে আর বেশি প্রিয় কিছু নেই। তিনি বিধাতার কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ সে ধনের বিনিময়ে পুত্রের জীবন ভিক্ষা চাইলেন। আল্লাহ তার প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন। এভাবে পিতৃ স্নেহের কাছে মৃত্যুর পরাজয় ঘটল।

পাঠ-বিশ্লেষণ

বাদশা বাবর কাঁদিয়া ফিরিছে, নিদ নাহি চোখে তাঁর-
পুত্র তাঁহার হুমায়ুন বুঝি বাঁচে না এবার আর!
চারিধারে তার ঘনায়ে আসিছে মরণ-অন্ধকার।
রাজ্যের যত বিজ্ঞ হেকিম কবিরাজ দরবেশ
এসেছে সবাই, দিতেছে বসিয়া ব্যবস্থা সবিশেষ,
সেবাযত্নের বিধিবিধানের ত্রুটি নাহি এক লেশ।

বিশ্লেষণ: মোগল সম্রাট বাবরের পুত্র হুমায়ুন কঠিন রোগে আক্রান্ত। দুশ্চিন্তায় বাবরের নির্ঘুম সময় যায় কারণ তাঁর পুত্রের চারপাশে মরণ-অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। রাজ্যে যত চিকিৎসক, বিজ্ঞ, হাকিম ছিল সবাই বিশেষভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছে, তাদের সেবাযত্নে কোনো ত্রুটি ছিল না।

তবু তাঁর সেই দুরন্ত রোগ হটিতেছে নাক হায়,
যত দিন যায়, দুর্ভোগ তার ততই বাড়িয়া যায়-
জীবন-প্রদীপ নিভিয়া আসিছে অস্তরবির প্রায়।
শুধাল বাবর ব্যগ্রকণ্ঠে ভিষকবৃন্দে ডাকি,
'বল বল আজি সত্যি করিয়া, দিও নাকো মোরে ফাঁকি,
এই রোগ হতে বাদশাজাদার মুক্তি মিলিবে নাকি?'

বিশ্লেষণ: হুমায়ুন এমন এক জটিল রোগে আক্রান্ত যা প্রতিকার করা সম্ভব ছিল না। দিন যত যাচ্ছিল তত তার দুর্ভোগ বেড়ে যাচ্ছিল। অস্তগামী সূর্যের মতো তার আয়ুও কমে আসছিল। তখন সম্রাট বাবর চিকিৎসকদের ডেকে সত্য ঘটনা জানতে চেয়েছিলেন। তিনি জানতে চেয়েছিলেন আদৌ তার পুত্রের এ রোগ থেকে মুক্তি মিলবে কি'না।

নতমস্তকে রহিল সবাই, কহিল না কোন কথা,
মুখর হইয়া উঠিল তাঁদের সে নিষ্ঠুর নীরবতা
শেলসম আসি বাবরের বুকে বিঁধিল কিসের ব্যথা!
হেনকালে এক দরবেশ উঠি কহিলেন- 'সুলতান,
সবচেয়ে তব শ্রেষ্ঠ যে-ধন দিতে যদি পার দান,
খুশি হয়ে তবে বাঁচাবে আল্লা বাদশাজাদার প্রাণ।'

বিশ্লেষণ: সম্রাট বাবরের প্রশ্ন শুনে সকলে নিশ্চুপ হয়ে মাথা নত করে রইল। তাদের এ নীরবতা তীক্ষ্ণ অস্ত্রের মত বাবরের বুকে বিদ্ধ হল। ঠিক সে সময় এক দরবেশ বলে উঠলেন বাবর যদি তাঁর জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস দান করতে পারেন তাহলে আল্লাহতায়ালা খুশি হয়ে তার পুত্রের প্রাণ বাঁচিয়ে দিবেন।

শুনিয়া সে কথা কহিল বাবর শঙ্কা নাহিক মানি-
'তাই যদি হয়, প্রস্তুত আমি দিতে সেই কোরবানি,
সবচেয়ে মোর শ্রেষ্ঠ যে ধন জানি তাহা আমি জানি।'
এতেক বলিয়া আসন পাতিয়া নিরিবিলি গৃহতল
গভীর ধেয়ানে বসিল বাবর শান্ত অচঞ্চল,
প্রার্থনারত হাতদুটি তাঁর, নয়নে অশ্রু জল।
কহিল কাঁদিয়া- 'হে দয়াল খোদা, হে রহিম রহমান,
মোর জীবনের সবচেয়ে প্রিয় আমারি আপন প্রাণ,
তাই নিয়ে প্রভু পুত্রের প্রাণ কর মোরে প্রতিদান।'

বিশ্লেষণ: দরবেশের কথা শুনে বাবর বলে, যদি তাই হয় তিনি জানেন তাঁর সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস কি এবং তা তিনি কোরবানি দিতে প্রস্তুত। এই বলে তিনি ঘরের মেঝেতে আসন পেতে গভীর ধ্যানে বসলেন এবং সৃষ্টিকর্তার কাছে অশ্রুসিক্ত হয়ে হাত তুলে প্রার্থনা করলেন। যেন তাঁর প্রাণের বিনিময়ে সৃষ্টিকর্তা তাঁর পুত্রের জীবন ফিরিয়ে দেন।

স্তব্ধ-নীরব গৃহতল, মুখে নাহি কারো বাণী
গভীর রজনী, সুপ্তি-মগন নিখিল বিশ্বরাণী,
আকাশে বাতাসে ধ্বনিতেছে যেন গোপন কি কানাকানি।
সহসা বাবর ফুকারি উঠিল-'নাহি ভয় নাহি ভয়,
প্রার্থনা মোর কবুল করেছে আল্লাহ যে দয়াময়,
পুত্র আমার বাঁচিয়া উঠিবে মরিবে না নিশ্চয়।'

বিশ্লেষণ: চারিদিকে নিস্তব্ধ পরিবেশ, গভীর রাতে যেন আকাশে বাতাসে গোপন কোনো ধ্বনি ভেসে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ বাবর চিৎকার করে বলে ওঠেন সৃষ্টিকর্তা তাঁর প্রার্থনা কবুল করেছেন। তাঁর পুত্র এবার নিশ্চয় সুস্থ হয়ে উঠবে।

ঘুরিতে লাগিল পুলকে বাবর পুত্রের চারিপাশ নিরাশ হৃদয় সে যেন আশার দৃপ্ত জয়োল্লাস, তিমির রাতের তোরণে তোরণে উষার পূর্বাভাস।
বিশ্লেষণ: আনন্দে সম্রাট বাবর তাঁর পুত্রের চারপাশে ঘুরতে লাগলেন। রাতের অন্ধকার দূর হয়ে প্রভাতে আলো ফোটার মতো বাবরের নিরাশ হৃদয়েও আশার সঞ্চার হয়।

সেইদিন হতে রোগ-লক্ষণ দেখা দিল বাবরের, হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করিল শয্যা সে মরণের, নতুন জীবনে হুমায়ুন ধীরে বাঁচিয়া উঠিল ফের। মরিল বাবর- না, না ভুল কথা, মৃত্যু কে তারে কয়? মরিয়া বাবর অমর হয়েছে, নাহি তার কোন ক্ষয়, পিতৃস্নেহের কাছে হইয়াছে মরণের পরাজয়!
বিশ্লেষণ: সেদিন হতেই সম্রাট বাবরের শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে লাগল। তিনি প্রফুল্ল চিত্তেই সে মরণ-শয্যাকে বরণ করে নিলেন। বিনিময়ে হুমায়ুন নতুন জীবন পেয়ে ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠল। মৃত্যুবরণ করেও সম্রাট বাবর অমর হলেন। তিনি আসলে মৃত্যুকে জয় করেছেন। পিতৃস্নেহের কাছে মৃত্যুর পরাজয় ঘটেছে।

মূল বইয়ের শব্দার্থ ও টীকা

শব্দ	অর্থ
বিনিময়	বদল।
নিদ	ঘুম।
ভিষকবৃন্দ	চিকিৎসকগণ।
বাদশাজাদা	সম্রাটের পুত্র, এখানে হুমায়ুন।
শেলসম	তীক্ষ্ণ অস্ত্রের মতো।
শঙ্কা	ভয়।
অস্তরবি	অস্তগামী সূর্য।
দৃপ্ত	উদ্ধত (এখানে উদ্দীপিত অর্থে ব্যবহৃত)।

শব্দ	অর্থ
সবচেয়ে যে শ্রেষ্ঠধন	প্রত্যেক মানুষের কাছে নিজের জীবনই শ্রেষ্ঠ ধন হিসেবে বিবেচ্য।
ধেয়ানে	ধ্যানে।
সুপ্তিমগ্ন	ঘুমে অচেতন।
ফুকারি	চিৎকার করে।
কবুল	স্বীকার, গৃহীত।
তিমির রাতের তোরণে উষার পূর্বাভাস	ভোরের আগমন আঁধার রাতের অবসান ঘোষণা করে। এখানে হুমায়ুনের মুমূর্ষু অবস্থা তিমির রাত এবং রোগমুক্তির লক্ষণকে উষার পূর্বাভাস বলা হয়েছে।

অতিরিক্ত শব্দার্থ ও টীকা

শব্দ	অর্থ
লেশ	অত্যন্ত অল্প পরিমাণ।
দুরন্ত রোগ	প্রতিকার কষ্টসাধ্য এমন রোগ।
ব্যগ্রকণ্ঠ	আকুল কণ্ঠ।
নতমস্তক	মাথা নিচু করে আছে এমন।
হেনকাল	এমন সময়।
এতেক	এতটুকু।
গৃহতল	ঘরের মেঝে।
নিখিল	সমগ্র সৃষ্টি।
জয়োল্লাস	জয়ের আনন্দ।
হৃষ্টচিত্তে	আনন্দিত বা প্রফুল্ল চিত্তবিশিষ্ট।

পদ্য

সৃজনশীল প্রশ্ন ও এর উত্তর লিখন-কৌশল

০১। বাবার সঙ্গে ঢাকায় বেড়াতে এসে ছিনতাইকারীর কবলে পড়ে উৎপল ও তার বাবা। একপর্যায়ে ছিনতাইকারীরা উৎপলকে আঘাত করতে এলে বাবা তাকে সরিয়ে দিয়ে নিজে ছিনতাইকারীর ছুরিতে রক্তাক্ত হন। হাসপাতালে ডাক্তার সাহেব যখন উৎপলকে জানান যে, এই মুহূর্তে রক্ত না হলে রোগী বাঁচানো যাবে না। সঙ্গে সঙ্গে উৎপল তার শরীর থেকে প্রয়োজনীয় রক্ত দিয়ে বাবাকে আশঙ্কামুক্ত করেন। [মূল বইয়ের সৃজনশীল]

(ক) 'জীবন বিনিময়' কবিতায় কোনটিকে 'সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ধন' বলা হয়েছে? ১

(খ) কবি 'জীবন বিনিময়' কবিতায় নীরবতাকে নিষ্ঠুর বলেছেন কেন? ২

(গ) উৎপলকে সরিয়ে দেয়ার মধ্য দিয়ে উদ্দীপকের পিতার মাঝে 'জীবন বিনিময়' কবিতার বাদশা বাবরের যে পরিচয় মেলে তা ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) "ভাবগত ঐক্য থাকলেও উদ্দীপকটি 'জীবন বিনিময়' কবিতার ঘটনাপ্রবাহের সমার্থক নয়" মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তর

ক. 'জীবন বিনিময়' কবিতায় সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ধন বলা হয়েছে নিজের প্রাণকে।

নোট: প্রশ্নটি তথ্যমূলক। মূল কবিতা অনুসারে সঠিক তথ্যটি লিখতে হবে।

খ. কবি জীবন বিনিময় কবিতায় নীরবতাকে নিষ্ঠুর বলেছেন কারণ চিকিৎসকগণের নিরবতার মানেই ছিল হুমায়ুনের জীবনের আশা ছেড়ে দেওয়া। বাবরপুত্র হুমায়ুনকে সুস্থ করতে রাজ্যের চিকিৎসকগণ চেষ্টার কোনো ত্রুটি রাখেননি। কিন্তু শত চেষ্টা করেও তারা কোনো আশার আলো খুঁজে পাননি। বাবর যখন তাদেরকে ডেকে পুত্রের অবস্থা জানতে চাইলেন তখন তারা সকলে নিরব ছিলেন। তাদের নীরবতার মানেই হলো হুমায়ুনের বাঁচার কোনো আশা নেই। এই নীরবতা অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে বাবরের বুকে অস্ত্রের মত বিদ্ধ হয়।

নোট: কবিতা অনুসারে নীরবতাকে নিষ্ঠুর বলার কারণ ব্যাখ্যা করবে।

গ. উৎপলকে সরিয়ে দেওয়ার মধ্য দিয়ে উদ্দীপকের পিতার মাঝে 'জীবন বিনিময়' কবিতার বাদশা বাবরের যে পরিচয় মেলে তা হলো সন্তান-বাৎসল্যতা তথা সন্তানের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা।

উদ্দীপকে উৎপল ঢাকায় বেড়াতে এসে ছিনতাইকারীর কবলে পড়ে। ছিনতাইকারীরা উৎপল কে আঘাত করতে আসলে তার বাবা তাকে সরিয়ে দিয়ে ছিনতাইকারীর ছুরিতে রক্তাক্ত হন। উৎপলের পিতা নিজের জীবনের চেয়েও সন্তানকে বেশি ভালোবাসেন। তাই নিজে রক্তাক্ত হয়ে সন্তানকে বাঁচিয়েছেন।

'জীবন বিনিময়' কবিতায় সম্রাট বাবরের পুত্র হুমায়ুন জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে ছিল। কোনোভাবেই তার সুস্থতার কোনো লক্ষণ ছিলনা। তখন এক দরবেশের পরামর্শে বাবর তাঁর নিজের প্রাণের বিনিময়ে পুত্রের প্রাণ ভিক্ষা করেন সৃষ্টিকর্তার কাছে। সে প্রার্থনা কবুল হলে তিনি মৃত্যুবরণ করেন এবং হুমায়ুন সুস্থ হয়ে যায়। এখানে সন্তানের প্রতি পিতার অপরিসীম ভালোবাসা এবং অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে। যা উদ্দীপকেও উপস্থিত।

নোট: উদ্দীপকের পিতা ও জীবন বিনিময় কবিতার বাবরের সাদৃশ্যমূলক আলোচনা করবে।

ঘ. "ভাবগত ঐক্য থাকলেও উদ্দীপকটি 'জীবন বিনিময়' কবিতার ঘটনাপ্রবাহের সমার্থক নয়"-মন্তব্যটি যথার্থ।

উদ্দীপকে পিতা-পুত্রের গভীর মেলবন্ধন প্রকাশিত হয়েছে। পুত্রের জন্য পিতার আত্মত্যাগ এবং পিতার জন্যে পুত্রের আত্মত্যাগ উদ্দীপকে প্রকাশ পেলেও 'জীবন বিনিময়' কবিতার ঘটনাপ্রবাহে তা অনুপস্থিত।

উৎপল এবং তার বাবা ঢাকায় বেড়াতে এসে ছিনতাইকারীর কবলে পড়ে। এক পর্যায়ে ছিনতাইকারীরা উৎপলকে আঘাত করতে আসলে তার বাবা ছিনতাইকারীর ছুরিতে রক্তাক্ত হন। ডাক্তার সাহেব যখন উৎপলকে জানান যে এই মূহুর্তে রক্ত না হলে রোগীকে বাঁচানো যাবে না তখন সাথে সাথে উৎপল তার শরীর থেকে রক্ত দিয়ে বাবাকে আশঙ্কা মুক্ত করেন। এখানে পিতা ও পুত্র উভয়েই উভয়ের স্থান থেকে সর্বোচ্চ ভালোবাসা প্রদর্শন করেছে।

জীবন বিনিময় কবিতায় বাদশা বাবর তাঁর পুত্রের অসুস্থতায় অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। যেকোনো মূল্যেই তিনি তাঁর পুত্রের জীবন ফেরত পেতে চান। এক দরবেশের পরামর্শে তিনি তাঁর জীবনের সর্বোচ্চ ধনকে উৎসর্গ করে অর্থাৎ নিজের প্রাণের বিনিময়ে পুত্রের প্রাণ ফেরত চেয়েছেন। এখানে সন্তানের প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসা ও অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে। বিপরীতে পুত্র হুমায়ুনের কোনো অবদান দৃষ্টিগোচর হয়নি। কবিতায় পিতার মৃত্যু হলেও উদ্দীপকে কারোরই মৃত্যু হয়নি। তাই বলা যায় যে, আলোচ্য মন্তব্যটি যথার্থ।

নোট: এখানে মন্তব্যটির যথার্থতা নিরূপণ করতে বলা হয়েছে। উদ্দীপকে মূল কবিতার ঘটনা প্রবাহের যেসব দিক অনুপস্থিত সেসব দিক আলোচনা করতে হবে।

CQ জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

০১। বাদশা বাবরের পুত্রের নাম কী?
উত্তর: হুমায়ুন।

০২। বাবর ব্যগ্রকণ্ঠে কাদের ডেকেছিল?
উত্তর: ভিষকবৃন্দকে।

০৩। বাবর কার কাছ থেকে পুত্রকে বাঁচাবার শেষ পরামর্শটি পেয়েছিলেন?
উত্তর: দরবেশ।

০৪। গোলাম মোস্তফা জন্মগ্রহণ করেন কোন গ্রামে?
উত্তর: মনোহরপুর গ্রামে।

০৫। জীবন বিনিময় কবিতাটি কোন কাব্য থেকে সংকলিত হয়েছে?
উত্তর: বুলবুলিস্তান।

০৬। শেলসম শব্দের অর্থ কী?
উত্তর: তীক্ষ্ণ অস্ত্রের মত।

০৭। জীবন বিনিময় কবিতায় কার কাছে মরণের পরাজয় ঘটেছে?
উত্তর: পিতৃস্নেহের কাছে।

০৮। জীবন বিনিময় কবিতায় গৃহতলের পরিবেশ কেমন ছিল?
উত্তর: স্তব্ধ-নীরব।

০৯। সম্রাট বাবর কী কোরবানি দিতে প্রস্তুত?
উত্তর: নিজের প্রাণ।

১০। বাদশা বাবর আল্লাহর কাছে কী ভিক্ষা করেছেন?
উত্তর: পুত্রের জীবন।

CQ অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

০১। "সেবাযত্নের বিধিবিধানের ত্রুটি নাহি এক লেশ" - ব্যাখ্যা কর।
উত্তর: হুমায়ুনের সুস্থতা নিশ্চিতে রাজ্যের সকল চিকিৎসকের চেষ্টার কোনো ত্রুটি না থাকার বিষয়টি চরণটির আলোচ্য বিষয়।
বাবরপুত্র হুমায়ুন দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত। বাদশা বাবর রাজ্যের যত হাকিম, কবিরাজ ও দরবেশ আছে সকলকে এনে পুত্রের বিশেষ চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। তারাও তাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করেন যথাযথ সেবা করে হুমায়ুনকে সুস্থ করার জন্যে।

০২। রাজ্যের চিকিৎসকেরা নতমস্তকে দাঁড়িয়ে রইলো কেন?ব্যাখ্যা কর।
উত্তর: বাদশা বাবরকে হুমায়ুনের বাঁচার কোনো আশা দিতে না পেরে রাজ্যের চিকিৎসকেরা নতমস্তকে দাঁড়িয়ে রইলো।
রাজ্যের সকল চিকিৎসক তাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করেন হুমায়ুনকে সুস্থ করে তুলতে। বাদশা যখন তাদের ডেকে এনে পুত্রের রোগমুক্তি হবে কি না জিজ্ঞেস করেন তখন সকলেই নতমস্তকে দাঁড়িয়ে থাকেন। কারণ তাদের কাছে কোনো উত্তর ছিলনা। তারা হুমায়ুনের জীবন ফিরে পাওয়ার কোনো আশা দেখেননি। এই নিষ্ঠুর সত্যটি তারা বলতে পারছিলেন না বলেই নতমস্তকে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

০৩। বাদশা বাবর কার কাছ থেকে সবশেষ পরামর্শটি পেয়েছিলেন?- ব্যাখ্যা কর।
উত্তর: বাদশা বাবর দরবেশের কাছ থেকে সবশেষ পরামর্শটি পেয়েছিলেন।
রাজ্যের কেউ যখন হুমায়ুনের জীবন বাঁচানোর কোনো পথ দেখাতে পারছিলনা তেমন সময় একজন দরবেশ বলেন বাদশা বাবর যদি নিজের সবচেয়ে প্রিয় জিনিসটি দান করেন তাহলে আল্লাহ তাকে তার পুত্রের প্রাণ ফিরিয়ে দিবেন। এই পরামর্শ গ্রহণ করেই বাদশা বাবর তাঁর পুত্রের প্রাণ ফিরে পেয়েছিলেন।

০৪। জীবন বিনিময় কবিতায় 'সর্বশ্রেষ্ঠ ধন' বলতে কী বুঝানো হয়েছে? –ব্যাখ্যা কর।
উত্তর: জীবন বিনিময় কবিতায় সর্বশ্রেষ্ঠ ধন বলতে নিজের জীবনকে বোঝানো হয়েছে।
দরবেশ বাদশাকে বলেন, তিনি যদি তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ ধনটি দান করেন তাহলে আল্লাহ তার ছেলের প্রাণ ফিরিয়ে দেবেন। তিনি ভেবে দেখলেন তাঁর কাছে সবচেয়ে প্রিয় জিনিস তাঁর নিজের জীবন। তাই তিনি নিজের প্রাণকে সর্বশ্রেষ্ঠ ধন হিসেবে দান করতে চেয়েছেন।

০৫। "আকাশে বাতাসে ধ্বনিতেছে যেন গোপন কি কানাকানি"- ব্যাখ্যা কর।
উত্তর: আকাশে বাতাসে ধ্বনিতেছে যেন গোপন কি কানাকানি বলতে হুমায়ুনের আরোগ্য লাভের সম্ভাবনার কথা বোঝানো হয়েছে।
ছেলের আরোগ্য লাভের জন্য বাদশা বাবর একান্তে স্তব্ধ পরিবেশে গভীর ধ্যানে বসেছিলেন। প্রার্থনায় বসে দু হাত তুলে তিনি পুত্রের জীবন ভিক্ষা চেয়েছিলেন। এমন সময় তাঁর অন্তরে আধ্যাত্মিক এক অনুভূতির সৃষ্টি হয় যা থেকে তিনি পুত্রের আরোগ্য লাভের প্রার্থনা কবুল হওয়ার ইশারা পান। যা উক্ত চরণটিতে ব্যক্ত হয়েছে।

০৬। "তিমির রাতের তোরণে তোরণে উষার পূর্বাভাস"-বলতে কী বোঝানো হয়েছে তা ব্যাখ্যা কর।
উত্তর: আলোচ্য চরণটি দ্বারা হুমায়ুনের রোগ-মুক্তির বিষয়টিকে বোঝানো হয়েছে।
ভোরের আগমন আঁধার রাতের অবসান ঘোষণা করে। এখানে হুমায়ুনের মুমূর্ষু অবস্থাকে তিমির রাত এবং রোগ-মুক্তির লক্ষণকে উষার পূর্বাভাস বলা হয়েছে। বাবরের প্রার্থনা কবুল হওয়ার পর তিনি অপেক্ষা করতে থাকেন কখন তাঁর সন্তান সুস্থ হবে। এই আশাকে তিনি আলোচ্য চরণটির মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন।

০৭। **বাবর মরেও অমর হয়েছে কীভাবে?-ব্যাখ্যা কর।**

উত্তর: সন্তানের জন্য আত্মত্যাগের মহান নিদর্শন স্থাপন করে বাবর মরেও অমর হয়েছেন।

সন্তানের জীবন ফিরে পেতে সম্রাট বাবর আল্লাহর কাছে নিজের সর্বশ্রেষ্ঠ অবলম্বন, নিজের প্রাণ দান করতে চান। এর বিনিময়ে তিনি তাঁর ছেলের জীবন ফিরে পান। কিন্তু নিজে মৃত্যুকে বরণ করে নেন। কিন্তু এই মৃত্যু তাকে মহান করেছে, অমর করেছে। পিতৃস্নেহের কাছে মরণের পরাজয় ঘটেছে।

০৮। **"পিতৃস্নেহের কাছে হইয়াছে মরণের পরাজয়!"- ব্যাখ্যা কর।**

উত্তর: আলোচ্য চরণটি দ্বারা সন্তানের প্রতি পিতার ভালোবাসার শক্তিকে বোঝানো হয়েছে।

বাদশাজাদা হুমায়ুন যখন দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত তখন তাকে সুস্থ করে তুলতে এমন কোনো পন্থা বাকি নেই যা বাদশা বাবর অবলম্বন করেননি। শেষে নিজের জীবনের বিনিময়ে তিনি মৃত্যুর কাছ থেকে ছেলেকে ফিরিয়ে আনেন। মৃত্যু তাঁর ছেলেকে কেড়ে নিতে পারেনি। নিজের জীবন দান করে তিনি তার ছেলের মৃত্যুকে পরাজিত করেছিলেন। বাবরের মৃত্যু তাকে বিস্মৃত করতে পারেনি। পিতৃস্নেহ তাকে আমাদের কাছে অমর করে রেখেছে।
তাই এখানে বলা হয়েছে পিতৃস্নেহের কাছে মরণের পরাজয় ঘটেছে।

CQ প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

০১। **আশুতোষ সবসময় নেশার জগতে ডুবে থাকে। সংসারের প্রতি তার উদাসীনতা ছিল চরম। তার ছেলে আশিক দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত। তবে ডাক্তার বলেছিলেন সঠিক সময় সঠিক চিকিৎসা হলে তাকে বাঁচানো সম্ভব। অসুস্থ আশিক দিন দিন আরও দুর্বল হয়ে পড়ছিল, কিন্তু তার যত্ন নেওয়ার কেউ ছিল না। পিতার অমনোযোগী আচরণে ছেলেটি চুপচাপ মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। একদিন সেই অবহেলার চূড়ান্ত পরিণতিতে ছেলেটি পৃথিবী থেকে বিদায় নিল।**

(গ) উদ্দীপকের আশুতোষের সাথে 'জীবন বিনিময়' কবিতার বাদশা বাবরের বৈসাদৃশ্য আলোচনা কর। ৩

(ঘ) উদ্দীপকের আশুতোষের আচরণে কী ধরনের পরিবর্তন আসলে আশিকের পরিণতি ভিন্ন হতে পারতো? 'জীবন বিনিময়' কবিতার আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৪

উত্তর

গ. উদ্দীপকের রহিম মিয়ার সাথে জীবন বিনিময় কবিতার বাদশা বাবরের বৈসাদৃশ্য হলো সন্তানের প্রতি ভালোবাসা ও অনুভূতিতে।

উদ্দীপকে রহিম মিয়া নেশার জগতে আসক্ত এবং সংসারের প্রতি চরম উদাসীন। তার একমাত্র ছেলে আশিক দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত। সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসার অভাবে একসময় সে মারা যায়। অথচ সঠিক সময়ে আশুতোষ যদি তার সন্তানের চিকিৎসা করাতো তাহলে আশিক বেঁচে যেত। এখানে পিতা হিসেবে সন্তানের প্রতি তার চরম অবহেলা প্রকাশ পেয়েছে।

অপরদিকে 'জীবন বিনিময়' কবিতায় বাদশা বাবরের পুত্র হুমায়ুন কঠিন রোগে আক্রান্ত ছিল। ছেলেকে আরোগ্য করতে এমন কোনো পন্থা নেই যা তিনি অবলম্বন করেননি। অবশেষে নিজের প্রাণের বিনিময়ে দিয়ে তিনি ছেলের প্রাণ ফিরিয়ে এনেছেন। পিতৃস্নেহের এক মহৎ দৃষ্টান্ত তিনি স্থাপন করেছেন, যা উদ্দীপকের আশুতোষের সম্পূর্ণ বিপরীত।

ঘ. উদ্দীপকের আশুতোষের সন্তানের প্রতি আচরণে ইতিবাচক পরিবর্তন আসলে আশিকের পরিণতি ভিন্ন হতে পারতো।

আশুতোষে যদি সন্তানের প্রতি সচেতন হতেন, সন্তানকে ভালোবাসতেন তাহলে আশিক হয়তো সুস্থ হয়ে উঠতে পারতো। যেমনটি 'জীবন বিনিময়' কবিতায় বাদশা বাবরের চেষ্টায় তাঁর সন্তান জীবন ফিরে পেয়েছিল।

উদ্দীপকে আশুতোষে সংসারের প্রতি উদাসীন। সন্তান কঠিন রোগে আক্রান্ত হলেও তিনি সে সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না। যদি তিনি সচেতন হতেন, সন্তানকে ভালোবাসতেন তাহলে হয়তো আশিককে বাঁচানো যেত। কারণ ডাক্তার বলেছিলেন সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা করলে তাকে বাঁচানো সম্ভব।

অপরদিকে সন্তানের প্রতি পিতার চূড়ান্ত ভালোবাসার নিদর্শন আমরা দেখতে পাই 'জীবন বিনিময়' কবিতাটিতে। সম্রাট বাবর প্রথম থেকেই সন্তানের সুস্থতা নিশ্চিতে তৎপর ছিলেন। রাজ্যের সকল বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এনে চেষ্টা করেছেন কিন্তু উপায়ান্তর না দেখে এক দরবেশের পরামর্শে তিনি তাঁর নিজের জীবন দানের সিদ্ধান্ত নেন। বিনিময়ে স্রষ্টার কাছে প্রার্থনা করেন সন্তানের জীবন। তাঁর সে প্রার্থনা স্রষ্টা মঞ্জুর করেন। এ ধরনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আমরা উদ্দীপকের আশুতোষের ক্ষেত্রে দেখতে পাইনা। তাই বলা যায় যে, এই ধরনের ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য যদি আশুতোষ ধারণ করতো তাহলে আশিকের পরিণতি ভিন্ন হতে পারতো।

০২। **শহিদুল হাসান স্বপন ও সাবরিনা আহমেদ পাপড়ি বড়দিনের ছুটিতে অস্ট্রেলিয়ার ওয়ালপোল পশ্চিম শহরে সমুদ্রসৈকতে ঘুরতে গিয়েছিলেন। এ সময় স্বপন-পাপড়ির দুই মেয়ে সমুদ্রের পানির ভাটার টানে ডুবে যাচ্ছিল। দ্রুত তাদের বাঁচাতে তারা উভয়েই সমুদ্রে নেমে পড়েন। সন্তানদের জীবিত উদ্ধার করতে পারলেও তারা দুইজন ডুবে যান।** [সোর্স: ঢাকা ট্রিবিউন বাংলা]

(গ) উদ্দীপকের স্বপন-পাপড়ি দম্পতির সাথে 'জীবন বিনিময়' কবিতার কোন চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে- ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) উদ্দীপক ও 'জীবন বিনিময়' কবিতার মূলভাব একই—মন্তব্যটি ব্যাখ্যা কর। ৪

উত্তর

গ. উদ্দীপকের স্বপন-পাপড়ি দম্পতির সাথে 'জীবন বিনিময়' কবিতার বাবর চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে।

উদ্দীপকের স্বপন-পাপড়ি দম্পতি বড়দিনের ছুটিতে অস্ট্রেলিয়ার ওয়ালপোল পশ্চিম শহরের সমুদ্র সৈকতে ঘুরতে গিয়েছিলেন। ঘটনাক্রমে তাদের দুই মেয়ে সমুদ্রের পানির ভাটার টানে ডুবে যাচ্ছিল। দ্রুত তাদের বাঁচাতে তারা উভয়ে সমুদ্রে নেমে পড়েন। মেয়েদের জীবিত উদ্ধার করতে পারলেও তারা দুজনেই মৃত্যুবরণ করেন। সন্তানের প্রতি পিতামাতার গভীর ভালোবাসার অন্যতম নজির এ ঘটনাটি।

একই দৃশ্য আমরা বাদশা বাবরের আত্মত্যাগে দেখতে পাই। তিনি তাঁর সন্তানকে মৃত্যুর কাছ থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য সকল ধরনের পন্থা অবলম্বন করেছিলেন। শেষে তিনি নিজের প্রাণ দান করে সন্তানের প্রাণ বাঁচান। কারণ দরবেশ পরামর্শ দিয়েছিল যদি তিনি তার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ জিনিস দান করতে পারেন তাহলেই তার পুত্রের প্রাণ রক্ষা পাবে। আর নিজের প্রাণ অপেক্ষা অধিক মূল্যবান কিছু হতে পারে না। তিনি তা-ই করেছিলেন। এখানে সন্তানের প্রতি গভীর ভালোবাসা ও অনুভূতি প্রকাশিত হয়েছে। যা উদ্দীপকের স্বপ্ন-পাপড়ি দম্পতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ. উদ্দীপক ও 'জীবন বিনিময়' কবিতার মূলভাব একই -মন্তব্যটি যথার্থ।

উদ্দীপক ও 'জীবন বিনিময় কবিতা' উভয় ক্ষেত্রেই সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার গভীর ভালোবাসা ও অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে।

উদ্দীপকে স্বপন-পাপড়ি দম্পতি তাদের দুই মেয়েকে নিয়ে সমুদ্রসৈকতে বেড়াতে যান। ঘটনাক্রমে ভাটার টানে তাদের দুই সন্তান মৃত্যুর মুখে পতিত হলে দুজনেই তাদেরকে বাঁচাতে ঝাঁপিয়ে পড়েন। মেয়েরা নিরাপদে বেঁচে গেলেও তারা মৃত্যুর মুখে পতিত হন। নিজেদের জীবন দিয়ে তারা সন্তানের জীবন রক্ষা করেন।

'জীবন বিনিময়' কবিতায় বাদশা বাবর তাঁর সন্তানের রোগমুক্তির জন্য সকল ধরনের উপায় অবলম্বন করেও ব্যর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি হাল ছাড়েননি। এক দরবেশের পরামর্শে তিনি নিজের প্রাণ উৎসর্গ করার সিদ্ধান্ত নেন। পরবর্তীতে তার প্রাণের বিনিময়ে পুত্র হুমায়ুন নিজের জীবন ফিরে পায়। যা সন্তানের জন্যে পিতার আত্মত্যাগের মহান এক নিদর্শন। এই কবিতার প্রতিপাদ্য বিষয়ই হল পিতার স্নেহ- বাৎসল্যের কাছে মৃত্যুর পরাজয়, যা উদ্দীপকেরও মূলভাব। অতএব, বলা যায় যে মন্তব্যটি যথার্থ।

গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্ন ও উত্তর

০১। বাদশা বাবর কেন কাঁদছিলেন?
(ক) রাজ্যের ক্ষতির জন্য
(খ) হুমায়ুনের দূরারোগ্য রোগের জন্য
(গ) দরবেশের কথার জন্য
(ঘ) যুদ্ধে ব্যর্থতার জন্য — (খ)

০২। বাবরের পুত্রের নাম কী?
(ক) আকবর (খ) শাহজাহান
(গ) হুমায়ুন (ঘ) জাহাঙ্গীর — (গ)

০৩। বাবরের পুত্রের জীবন বাঁচানোর জন্য দরবেশ কী পরামর্শ দেন?
(ক) হেকিম ডাকার
(খ) রাজ্য ত্যাগ করার
(গ) সবচেয়ে প্রিয় ধন দান করার
(ঘ) প্রার্থনা করার — (গ)

০৪। বাবরের পুত্রের জীবন-প্রদীপ কীসের মত নিভে আসছিল?
(ক) প্রভাতের আলোর (খ) রবির
(গ) তিমিরের (ঘ) অস্তরবির — (ঘ)

০৫। বাবর কী দান করতে প্রস্তুত ছিলেন?
(ক) রাজ্য (খ) সম্পদ
(গ) নিজের প্রাণ (ঘ) পুত্রের মুকুট — (গ)

০৬। বাবর কোথায় বসে প্রার্থনা করেছিলেন?
(ক) মসজিদে (খ) নিরিবিলি গৃহতলে
(গ) দরবারে (ঘ) যুদ্ধক্ষেত্রে — (খ)

০৭। বাবর কীভাবে মৃত্যুকে অমরত্বে পরিণত করেন?
(ক) দরবেশের সাহায্যে (খ) আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে
(গ) পুত্রের জীবন রক্ষা করে (ঘ) অলৌকিক শক্তিবলে — (গ)

০৮। 'দৃপ্ত' শব্দটি কবিতায় কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
(ক) দৃঢ় প্রতিজ্ঞ (খ) উদ্ধত
(গ) উদ্দীপিত (ঘ) কঠিন — (গ)

০৯। বাবরের পুত্র কীভাবে ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠে?
(ক) দরবেশের আশীর্বাদে (খ) বাবরের আত্মত্যাগে
(গ) কবিরাজের চিকিৎসায় (ঘ) হেকিমের সেবায় — (খ)

১০। জীবন বিনিময় কবিতায় "পিতৃস্নেহের কাছে" কেমন পরাজিত হয়েছে?
(ক) দুঃখ (খ) মৃত্যু (গ) দুর্ভাগ্য (ঘ) ব্যর্থতা — (খ)

১১। রোগের কারণে বাবরের পুত্রের অবস্থা কী ছিল?
(ক) উন্নত (খ) অপরিবর্তিত
(গ) ক্রমশ অবনত (ঘ) সুস্থ — (গ)

১২। জীবন বিনিময় কবিতার উপজীব্য কী?
(ক)সন্তানের প্রতি পিতার ভালোবাসা
(খ) মৃত্যুর শোক
(গ) রোগ নিরাময়ের উপায়
(ঘ) রাজ্যের সমৃদ্ধি ক

১৩। নিচের কোন চরণে হুমায়ুনের মুমূর্ষু অবস্থা ও রোগমুক্তির লক্ষণ ফুটে উঠেছে?
(ক) তিমির রাতের তোরণে উষার পূর্বভাস
(খ) মোর জীবনের সবচেয়ে প্রিয় আমারি আপন প্রাণ
(গ) বাদশা বাবর কাঁদিয়া ফিরিছে, নিদ নাহি চোখে তাঁর
(ঘ) সবচেয়ে তব শ্রেষ্ঠ যে-ধন দিতে যদি পার দান ক

১৪। কবিতায় 'তিমির রাত' কীসের প্রতীক?
(ক) দুঃখের (খ) হুমায়ুনের মুমূর্ষু অবস্থা
(গ) ধৈর্যের (ঘ) প্রতীক্ষার খ

১৫। রোগমুক্তির লক্ষণকে কীসের সাথে তুলনা করা হয়েছে?
(ক) উষা (খ) উষার পূর্বাভাস
(গ) অস্তরবি (ঘ) সুপ্তি-মগন খ

নিচের অনুচ্ছেদের আলোকে পরবর্তী প্রশ্নটির উত্তর দাও:
সুভা বাক্‌প্রতিবন্ধী। তার মা তাকে গর্ভের কলঙ্ক মনে করে তার প্রতি বিরক্ত হতেন। কিন্তু সুভার বাবা অন্য মেয়েদের অপেক্ষা সুভাকে অধিক স্নেহ করতেন।

১৬। উদ্দীপকের কোন চরিত্রটি 'জীবন বিনিময়' কবিতার বাদশা বাবরের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ?
(ক) সুভা (খ) মা
(গ) বাবা (ঘ) ক ও গ উভয়ই গ

১৭। জীবন-প্রদীপ কীসের মতো নিভে আসছে?
(ক) তিমির রাতের মতো
(খ) উষার মতো
(গ) অস্তরবির মতো
(ঘ) শেলসমের মতো গ

১৮। কবি গোলাম মোস্তফার স্বছন্দ পদচারণা ছিল-
(i) জীবনী (ii) ছোটোগল্প
(iii) উপন্যাস
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) i, iii
(গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii খ

১৯। বাবরের প্রার্থনার ভাষা কেমন ছিল?
(ক) গম্ভীর (খ) আবেগপূর্ণ
(গ) রাগান্বিত (ঘ) রুদ্ধ খ

২০। বাবরের পুত্রের রোগের জন্য কে সেবা করছিলেন?
(ক) দরবেশ (খ) কবিরাজ
(গ) হেকিম (ঘ) উপরের সবাই ঘ

২১। কাব্যচর্চার ক্ষেত্রে কবি গোলাম মোস্তফা কী থেকে প্রেরণা লাভ করেছিলেন?
(ক) প্রকৃতি (খ) ব্যক্তিগত জীবন
(গ) ইসলামি ঐতিহ্য (ঘ) ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি গ

২২। নিচের কোনটি উপন্যাস?
(ক) বিশ্বনবী (খ) রক্তরাগ
(গ) বুলবুলিস্তান (ঘ) রূপের নেশা ঘ

মূল বইয়ের MCQ প্রশ্ন ও উত্তর

০১। 'জীবন বিনিময়' কবিতায় কবি হুমায়ুনের মুমূর্ষু অবস্থা বোঝানোর জন্য কোন উপমাটি ব্যবহার করেছেন?
(ক) জীবন-প্রদীপ (খ) অস্তরবির প্রায়
(গ) নিষ্ঠুর নীরবতা (ঘ) উষার পূর্বাভাস খ

০২। 'তিমির রাতের তোরণে তোরণে উষার পূর্বাভাস'- বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
(ক) হুমায়ুনের রোগমুক্তির লক্ষণ
(খ) বাবরের শান্ত-অচঞ্চল মন
(গ) বাবরের প্রার্থনা কবুল হওয়া
(ঘ) বাবরের মৃত্যুশয্যা গ্রহণ ক

নিচের উদ্দীপকে আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
পত্রিকায় প্রকাশ: বরিশাল যাবার পথে লঞ্চ ডুবিতে পুত্রকে বাঁচাতে গিয়ে পিতার মৃত্যু।

০৩। উদ্দীপকে 'জীবন বিনিময়' কবিতার যে দিক প্রকাশ পেয়েছে তা হলো-
(i) সন্তান বাৎসল্য (ii) অপত্যস্নেহ
(iii) পিতার আত্মত্যাগ
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) i, iii
(গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii ঘ

০৪। 'জীবন বিনিময়' কবিতার কোন পঙ্‌ক্তির সঙ্গে উদ্দীপকের ভাবের সাদৃশ্য রয়েছে?
(ক) জীবন-প্রদীপ নিভিয়া আসিছে অস্তরবির প্রায়
(খ) পিতৃস্নেহের কাছে হইয়াছে মরণের পরাজয়
(গ) হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করিল শয্যা সে মরণের
(ঘ) মোর জীবনের সবচেয়ে প্রিয় আমারি আপন প্রাণ গ

গুরুত্বপূর্ণ প্র্যাক্টিস প্রবলেম

MCQ

সময়: ১০ মিনিট পূর্ণমান: ১০

০১। কবিতায় বাবরের চরিত্র কেমন ছিল?
(ক) নিষ্ঠুর (খ) সংবেদনশীল
(গ) আত্মকেন্দ্রিক (ঘ) অকৃতজ্ঞ

০২। বাবর কখন মৃত্যুবরণ করেন?
(ক) পুত্রের রোগমুক্তির পর (খ) রাজ্যের পতনের সময়
(গ) দরবেশের কথার পরে (ঘ) যুদ্ধ জয়ের পরে

০৩। বাবরের প্রার্থনার ফলে কী হয়েছিল?
(ক) রোগ মুক্তি (খ) পুত্রের জীবন লাভ
(গ) রাজ্যের উন্নতি (ঘ) দরবেশের উন্নতি

০৪। গোলাম মোস্তফা কোন জেলায়, কত সালে জন্মগ্রহণ করেন?
(ক) খুলনা, ১৮৯৬ (খ) যশোর, ১৮৯৭
(গ) যশোর, ১৮৯৬ (ঘ) খুলনা, ১৮৯৭

০৫। কবি গোলাম মোস্তফা কর্মজীবনে কোন পেশায় নিয়োজিত ছিলেন?
(ক) সাংবাদিকতা (খ) শিক্ষকতা
(গ) সরকারি কর্মচারী (ঘ) সাহিত্যিক

০৬। গোলাম মোস্তফা রচিত অনুবাদগ্রন্থ কোনটি?
(ক) খোশরোজ (খ) ভাঙ্গাবুক
(গ) মরুদুলাল (ঘ) আল কুরআন

০৭। গোলাম মোস্তফা কতসালে মৃত্যুবরণ করেন?
(ক) ১৯৬৩ (খ) ১৯৬৪
(গ) ১৯৬৫ (ঘ) ১৯৬৬

০৮। ভোরের আগমন কার অবসান ঘোষণা করে?
(ক) দুঃখের (খ) অপেক্ষার
(গ) আঁধার রাতের (ঘ) শোকের

নিচের অনুচ্ছেদের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
রাসেলদের বাড়িতে সিলিন্ডার বিস্ফোরণে ভয়ংকর অগ্নিকাণ্ড হয়। রাসেলের পিতা রাসেলকে বাঁচাতে গিয়ে নিজে দগ্ধ হলেও রাসেল নিরাপদ ছিল।

০৯। উদ্দীপকটি তোমার পঠিত কোন রচনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ?
(ক) সুভা (খ) অভাগীর স্বর্গ
(গ) জীবন বিনিময় (ঘ) মানুষ

১০। উদ্দীপকে জীবন বিনিময় কবিতার যে দিক প্রকাশ পেয়েছে তা হলো-
(i) সন্তান-বাৎসল্য (ii) অপত্যস্নেহ
(iii) পিতার আত্মত্যাগ
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

CQ

০১। নামাজের ঘরে মোমবাতি মানে, দরগায় মানে দান,
ছেলেরে তাহার ভালো করে দাও কাঁদে জননীর প্রাণ।
ভালো করে দাও আল্লা-রসুল! ভালো করে দাও পীর,
কহিতে কহিতে মুখখানি ভাসে বহিয়া নয়ন নীর!
(গ) উদ্দীপকের সাথে 'জীবন বিনিময়' কবিতার সাদৃশ্য আলোচনা কর। ৩
(ঘ) 'প্রেক্ষাপট একই হলেও পরিণতির দিক থেকে উদ্দীপক ও 'জীবন বিনিময়' কবিতার অবস্থান আলাদা'-মন্তব্যটির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

সৃজনশীল

উত্তরমালা

MCQ

০১	খ	০২	ক	০৩	খ	০৪	খ	০৫	খ	০৬	ঘ	০৭	খ	০৮	গ	০৯	গ	১০	ঘ

CQ

০১। (গ) উত্তর সংকেত: উদ্দীপকের সাথে 'জীবন বিনিময়' কবিতার সাদৃশ্য হল সন্তান-বাৎসল্যে এবং পুত্রের রোগমুক্তি কামনায়।
(ঘ) উত্তর সংকেত: উদ্দীপক ও 'জীবন বিনিময়' কবিতার প্রেক্ষাপট হল সন্তানের রোগমুক্তি কামনায় অস্থির পিতা-মাতা। কিন্তু পরিণতিতে বাবর তাঁর জীবন উৎসর্গ করলেও উদ্দীপকের মায়ের ক্ষেত্রে তা ঘটেনি।

"অন্যের সাথে নয়, একজন মানুষের সবচেয়ে বেশি কথা হওয়া উচিত তার নিজের সাথে। তুমি যে সঠিক কথা বলছো সবার আগে এই নিশ্চয়তা অর্জন করা জরুরি।"

-মার্টিন বুনি